ক্যারি ব্যাগের দাম ক্রেতার কাছ থেকে না নেওয়ার নির্দেশ

এই সময়: বড় শপিং মল হোক বা ছোট দোকান, জিনিসপত্র কেনাকাটার পরে হাতে সেই কেনা পণ্য তুলে দিতে যে কাগজের ক্যারি ব্যাগ প্রয়োজন, তার জন্য আলাদা করে টাকা নেওয়া যাবে না। শুধু তাই নয়, ক্রেতাদের পণ্য দেওয়ার জন্য উপযুক্ত ক্যারি ব্যাগ বিক্রেতা সংস্থা, শপিং মল বা দোকানকেই দিতে হবে বলে সম্প্রতি নির্দেশ দিয়েছে কর্নাটকের ক্রেতা অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিশন। কর্নাটকের দাভানগেরে এক বড় শিল্পগোষ্ঠীর বিপণির বিরুদ্ধে ক্রেতার কাছ থেকে ক্যারি ব্যাগের জন্য নেওয়া ১০ টাকা ফেরত দেওয়ার পাশাপাশি মোট ৩০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ ও জরিমানা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে সেই রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা কমিশন। গত ১০ অগস্ট দেওয়া ওই নির্দেশে কমিশন স্পষ্ট জানিয়েছে, ক্যারি ব্যাগের জন্য আলাদা দাম নেওয়া 'অন্যায্য বাণিজ্যিক পন্থা' এবং ১৯৩০ সালের পণ্য বিক্রয় আইনের (সেল অফ গুডস অ্যাক্ট) লঙ্ঘন করা। শুধু তা-ই নয়, এই নির্দেশকে কোনও নির্দিষ্ট বিপণির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে অন্যান্য বড় শপিং মল, রিটেল চেন এবং বড় বিপণিগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে বলে কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে।

ক্রেতা অভিযোগ নিষ্পত্তি

এর আগে কলকাতা তথা এই রাজ্যেও এই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। যার প্রেক্ষিতে ক্যারি ব্যাগের উপরে সংস্থার নাম বা লোগো থাকলে ক্রেতার কাছ থেকে দাম নেওয়া যাবে না বলে জানিয়েছিল ক্রেতা সুরক্ষা কমিশন। ক্রেতার কাছ থেকে ক্যারি ব্যাগের দাম নিতে গেলে সংস্থার নাম বা লোগো বাদ দিতে হবে বলে জানানো হয়েছিল। কর্নাটকের ক্রেতা অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিশনের এই রায় সে ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক ছবি বদলে দিতে পারে বলেই বিশেষজ্ঞদের একাংশের মত।

দাভানগেরের এক বিপণি থেকে পণ্য কেনার পরে ওই গ্রাহকের কাছ থেকে ক্যারি ব্যাগের জন্য ১০ টাকা নেওয়া হয়। সেই টাকা নেওয়ার বিরুদ্ধে তিনি জেলা ক্রেতা অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিশনের কাছে অভিযোগ জানান। মামলার শুনানিতে ওই বিপণির তরফে অনুমোদিত প্রতিনিধি হাজির হয়ে সংস্থার বক্তব্য জানান। সংস্থার যুক্তি ছিল, ব্যাগের জন্য টাকা নেওয়ার বিষয়টি ক্রেতাদের আগেই জানানো হয়েছিল। কিন্তু, সেই যুক্তি মানেনি কমিশন। কমিশনের বক্তব্য, ক্রেতাকে আগে থেকে জানানো হয়েছিল কি না, সেটিই মূল বিষয় নয়, ক্যারি ব্যাগের জন্য আলাদা ভাবে টাকা নেওয়ার কাজটিই আইনের পরিপন্থী।

এই সিদ্ধান্তের পক্ষে কমিশন ১৯৩০ সালের পণ্য বিক্রয় আইন-এর ৩৬ নম্বর ধারার উল্লেখ করেছে। ওই ধারার ব্যাখ্যা অনুযায়ী, বিক্রি হওয়া পণ্য ক্রেতার কাছে হস্তান্তরের উপযোগী করে তুলে দেওয়ার দায়িত্ব বিক্রেতার। কমিশনের পর্যবেক্ষণ, কেনা পণ্য হাতে তুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে ক্যারি ব্যাগ কোনও বিলাসবহুল বা ঐচ্ছিক সংযোজন নয়, বরং পণ্যটি ক্রেতার কাছে সরবরাহ করার প্রক্রিয়ারই একটি প্রয়োজনীয় অংশ। ফলে তার জন্য আলাদা করে মূল্য ধার্য করা ওই আইনি দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ারই সামিল। অর্থাৎ, দোকানে গিয়ে পণ্য কেনার পরে সেই পণ্য নিয়ে বেরিয়ে আসতে যে ব্যাগ প্রয়োজন, তার খরচ ক্রেতার ঘাড়ে চাপানো যাবে না।

ক্যারি ব্যাগের দাম নেওয়া নিয়ে এর আগেও একাধিক গ্রাহক কমিশন একই ধরনের অবস্থান নিয়েছে বলে জানিয়েছে দাভানগেরে কমিশন। বিশেষ করে হায়দরাবাদের জেলা ক্রেতা অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিশনের একটি রায়ের উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে নিজস্ব ব্র্যান্ডের লোগো ছাপানো ক্যারি ব্যাগের জন্য গ্রাহকের কাছ থেকে টাকা নেওয়াকে অন্যায্য বাণিজ্যিক পন্থা এবং সাধারণ মানুষের উপরে অযথা মুনাফার বোঝা চাপানোর চেষ্টা বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। সেই সব রায় উচ্চতর ফোরামেও বহাল থাকার পরেও বড় খুচরো বিপণিগুলিতে ক্যারি ব্যাগের জন্য টাকা নেওয়ার প্রবণতা বন্ধ হয়নি—এই বিষয়টিও বর্তমান রায়ে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।

রায়ে কমিশন আরও জানিয়েছে, ছোট কাপড়ের দোকান থেকে শুরু করে মুদির দোকান—অনেক ক্ষেত্রেই ক্রেতাদের কেনা পণ্য বহনের জন্য বিনামূল্যে ব্যাগ দেওয়া হয়। বড় খুচরো বিপণিগুলি বিপুল পরিমাণে পণ্য কেনায় তুলনামূলক কম দামে পণ্য সংগ্রহ করে এবং পরে খুচরো বাজারে ভালো লাভে তা বিক্রি করে। সেই পরিস্থিতিতে ক্যারি ব্যাগের মতো একটি মৌলিক পরিষেবার খরচও কেন গ্রাহকের উপরে চাপানো হবে, তা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে কমিশন।

উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি কেন্দ্রের

এই সময়: কেন্দ্রের 'বিকশিত ভারত' ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী ও ভবিষ্যৎমুখী করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে শিগগিরই উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন একটি ব্যাঙ্কিং কমিটি গঠন করতে চলেছে কেন্দ্র। সোমবার নয়াদিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে এ কথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। এ দিন তিনি বলেন, 'আগামী দিনে দেশের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে কোনও পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, সেই বিষয়ে ওই কমিটি সামগ্রিক পর্যালোচনা করবে এবং প্রয়োজনে সংস্কারের সুপারিশ করবে। সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী, চলতি মাসেই কমিটি গঠনের ঘোষণা হতে পারে। একই সঙ্গে তিনি জানান, নয়াদিল্লিতে আয়োজিত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক এবং সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির দু'দিনের বৈঠকে যে আলোচনা ও মতামত উঠে আসবে, তা নতুন কমিটির কাজের অন্যতম ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হবে।২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করার সময়েই বিকশিত ভারত-এর জন্য ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার জন্য একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠনের কথা জানিয়েছিলেন নির্মলা। ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে দেশের আর্থিক ব্যবস্থার পরবর্তী পর্যায়ের বৃদ্ধির উপযুক্ত করে তোলাই এই কমিটির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হবে। শুধুমাত্র ঋণ দেওয়ার পরিমাণ বাড়ানো

নজরে ব্যাঙ্কিং সংস্কার

বা ব্যাঙ্কের ব্যবসার সম্প্রসারণ নয়, আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, সাধারণ মানুষের কাছে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা আরও সহজলভ্য করা এবং গ্রাহকের স্বার্থ রক্ষার বিষয়ও কমিটির পর্যালোচনার আওতায় থাকবে।

সোমবার নয়াদিল্লিতে অর্থ মন্ত্রকের অধীনস্থ আর্থিক পরিষেবা দপ্তরের উদ্যোগে দু'দিনের 'পিএসবি কনফ্লুয়েন্স' শুরু হয়েছে। সেখানে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক এবং সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির শীর্ষ কর্তারা ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নির্মলা বলেন, 'এই দু'দিনের আলোচনার ফলাফল এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলির অভিজ্ঞতা নতুন কমিটির কাছে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করবে।

কম ইথানল-মিশ্রিত জ্বালানি চেয়ে বার্তা

গাড়িমালিকদের উদ্বেগ কমাতে বিকল্প চান নাগেশ্বরন ■ সরকারের নীতিতে প্রশ্ন

এই সময়: দেশের জ্বালানি আমদানি বাবদ খরচ কমাতে এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য পেট্রলের সঙ্গে ইথানল মিশিয়ে বিক্রি করার উপরে জোর দিচ্ছে কেন্দ্রীয় পরিবহণ মন্ত্রক। বিষয়টির পক্ষে জোর সওয়াল করেছেন খোদ পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করি। দেশের গাড়ি প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলির সংগঠন সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ান অটোমোবাইল ম্যানুফ্যাকচারার্স (সিয়াম) প্রাথমিক ভাবে ইথানল-মিশ্রিত পেট্রলের ব্যবহার গাড়ির ইঞ্জিন এবং গাড়ির মাইলেজের উপরে প্রভাব ফেলতে পারে বললেও পরে তাদের সেই অবস্থান থেকে সরে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের নীতির সম্পূর্ণ বিপরীতে গিয়ে কম ইথানল মিশ্রিত জ্বালানি আনার পক্ষে সওয়াল করলেন ভারতের মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ভি অনন্ত নাগেশ্বরন। তাঁর মতে, পেট্রল পাম্পে ই২০-র পাশাপাশি ই১০-এর মতো কম ইথানল-মিশ্রিত জ্বালানি বিক্রির সুযোগ তৈরি করলে সাধারণ মানুষের উদ্বেগ অনেকটাই কমানো সম্ভব। সরকারি নীতির সঙ্গে সম্পর্কিত কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শীর্ষ স্তরের কোনও আধিকারিকের এ ভাবে বিকল্পের কথা বলা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

যদিও নাগেশ্বরন ও অর্থ মন্ত্রকের অর্থনৈতিক বিষয়ক দপ্তরের পরামর্শদাতা আকাশ পূজারির যৌথ ভাবে লেখা প্রতিবেদনটি তাঁদের ব্যক্তিগত মত বলে জানানো হয়েছে।

দেশে ই২০ অর্থাৎ ২০ শতাংশ ইথানল এবং ৮০ শতাংশ পেট্রলের মিশ্রণ ধাপে ধাপে বাজারে আনা হয়। গত বছর ই২০ পেট্রলের ব্যবহার শুরু হলেও চলতি বছরের ১ এপ্রিল থেকে দেশের পেট্রল পাম্পগুলিতে বিক্রির জন্য কার্যত এটিই একমাত্র জ্বালানি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারের যুক্তি, ইথানল মিশ্রণের পরিমাণ বাড়লে বিদেশ থেকে তেল আমদানির প্রয়োজন কমবে, একই সঙ্গে পরিবেশের উপরেও চাপ হ্রাস পাবে। কিন্তু, সেই নীতিরই অন্য দিক নিয়ে এখন প্রশ্ন উঠছে।

গাড়ি ও মোটরবাইকের কর্মক্ষমতা কমে যাওয়া থেকে শুরু করে ইঞ্জিনের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কায় ই২০-র ব্যবহার নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে সরব হয়েছেন বহু গাড়িমালিক। বিশেষ করে পুরনো গাড়ি ও দু'চাকার যানবাহনের ক্ষেত্রে ইথানলের প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ বেশি। অনেকেই দাবি করছেন, বাজারে কম ইথানল-মিশ্রিত পেট্রলের বিকল্প রাখা হলে ক্রেতারা নিজেদের গাড়ির বয়স ও প্রযুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জ্বালানি বেছে নিতে পারবেন। সেই দাবিকেই মূলত সমর্থন জানিয়েছেন মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা।

সংবাদসংস্থায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে নাগেশ্বরন ও পূজারি জানিয়েছেন, পেট্রল পাম্পে ই২০-র পাশাপাশি ই১০-এর মতো কম ইথানল-মিশ্রিত জ্বালানি ফের চালু করা হলে জনসাধারণের উদ্বেগ অনেকটাই কমে যাবে। তাঁদের বক্তব্য, ই২০ নিয়ে ইঞ্জিন নষ্ট হওয়ার যে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, তার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ নেই। তবে পুরনো গাড়ির ক্ষেত্রে ই২০ ব্যবহারের অন্য কিছু প্রভাব নিয়ে তৈরি হওয়া উদ্বেগ একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশে আনুমানিক ৭.৫ কোটি থেকে ৮ কোটি পুরনো দু'চাকা রয়েছে। এই পুরনো দু'চাকাগুলিতে ব্যবহৃত রাবারের সিল বা অন্যান্য উপাদানের অনেকগুলিই ইথানল-সহনশীল প্রযুক্তি অনুযায়ী তৈরি নয়। ফলে নতুন জ্বালানির সঙ্গে পুরনো যানবাহনের প্রযুক্তিগত সামঞ্জস্য নিয়ে সমস্যা তৈরি হতে পারে। সেই সমস্ত যন্ত্রাংশ বদলে বা নতুন প্রযুক্তির উপযোগী করে তুলতে সময় লাগবে।

সেবি-র পোর্টাল

এই সময়: শেয়ারবাজারের সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করতে নতুন পদক্ষেপ করল সিকিওরিটিজ় অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি)। বাজারের বিভিন্ন মধ্যস্থতাকারী সংস্থার কাছ থেকে সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঘটনার খবর দ্রুত এবং দক্ষতার সঙ্গে সংগ্রহ ও আদানপ্রদানের জন্য সোমবার 'ইনসিডেন্ট রিপোর্টিং পোর্টাল' এবং 'সাইবার সুরক্ষা পোর্টাল' চালু করেছে তারা। দাবি, নতুন এই দুই ব্যবস্থার মাধ্যমে শেয়ারবাজারের বিভিন্ন স্তরে সাইবার হুমকি চিহ্নিত করা, আগাম সতর্কতা জারি এবং সম্ভাব্য ঝুঁকি মোকাবিলায় সমন্বয় বাড়ানো সম্ভব হবে।

গোল্ডেন জুবিলি চ্যারিটেবল ট্রাস্টের উদ্যোগে গত ১৬ অগস্ট বারুইপুরের ধপধপিতে নিখরচায় স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করেছিল পিয়ারলেস পলিক্লিনিক। তাদের পরিচয় মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন-এর মাধ্যমে ডিজিটাল স্বাস্থ্য পরিষেবার উপরে ওই শিবিরে বিশেষ জোর দেওয়া হয়। —নিজস্ব চিত্র

AXIS BANK

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড
এসি মার্কেট বিল্ডিং, ১ শেক্সপিয়ার সরণি, চতুর্থ তল, কলকাতা- ৭০০০৭১

পরিশিষ্ট ৪ [নিয়ম ৮(১)]

দখলের বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেডের অনুমোদিত আধিকারিক সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকন্সট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩(১২) এবং তৎসহ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) নিয়মাবলী, ২০০২-এর নিয়ম ৩ থেকে পাওয়া ক্ষমতা অনুসারে দাবির বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন, যার মাধ্যমে সমস্ত ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাদের ওই বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া টাকা সঙ্গে চুক্তিভিত্তিক হারে সুদ ও দণ্ডনীয় সুদ, অভিযোগের মূল্য, অন্যান্য খরচ ইত্যাদি মিটিয়ে দিতে বলেছিলেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ সেই মূল্য দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এই বিজ্ঞপ্তির দ্বারা জনসাধারণকে সাধারণ ভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাদের বিশেষ ভাবে জানানো হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী নিচে উল্লেখ করা সম্পত্তিগুলির নির্দিষ্ট তারিখে উক্ত অ্যাক্টের ধারা ১৩(৪) এবং তৎসহ উক্ত নিয়মাবলীর নিয়ম ৮ থেকে পাওয়া ক্ষমতা অনুসারে দখল নিয়েছেন।

এতদ্বারা জনসাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাদের বিশেষ ভাবে সাবধান করা হচ্ছে যে এখানে উল্লেখ করা সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনও রকম লেনদেন না করার জন্য এবং এই জাতীয় যে কোনও লেনদেন বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা বকেয়া একই সাথে দাবির বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে চুক্তিভিত্তিক হারে সুদ ও দণ্ডনীয় সুদ, অভিযোগের দাম, অন্যান্য খরচ ইত্যাদির ভিত্তিতে অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেডের দায়িত্বে সম্পূর্ণ হবে।

সারফায়েসি অ্যাক্টের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) অনুসারে, ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, নীচে উল্লেখ করা সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলি সংশ্লিষ্ট সময় থাকতে থাকতে পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে।

ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণের নাম ও ঠিকানা	ক) সংশ্লিষ্ট তারিখে বকেয়ার পরিমাণ খ) দাবির বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
মিসেস পুনম দেবী স্বামী- মনোজ কুমার প্রসাদ **উভয়ের ঠিকানা:** প্রযত্নে উমা শঙ্কর প্রসাদ, ভানু ভক্ত সরণি, গুরুং বস্তি, প্রধান নগর, চৌধুরী পান ঘরের নিকটে, শিলিগুড়ি, জেলা দার্জিলিং, পিন- ৭৩৪০০৩, **এছাড়াও:** খালি বাস্তু জমির পরিমাপ ৩ (তিন) কাঠা, মৌজা- দখনীকাটা, জে.এল নং ১০৫ (৮৩), তৌজি নং ৯১, পরগনা- পাথরঘাটা, আর.এস. প্লট নং ৫৪, সম্পর্কিত এল.আর প্লট নং ৩৩১- এ নথিবদ্ধ, আর.এস খতিয়ান নং ২/১, এল.আর খতিয়ান নং ১৫৭৪, সাব-ডিভিশন- শিলিগুড়ি, বি.এল অ্যান্ড এল.আর.ও.- মাটিগাড়া শিবমন্দিরে অবস্থিত, থানা- মাটিগাড়া, অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস শিলিগুড়ি-২ বাগডোগরা, জেলা- দার্জিলিং (পশ্চিমবঙ্গ), পিন- ৭৩৪০০৩	ক) ৩১,২৩,৪৮২.০০ টাকা লোন অ্যাকাউন্ট নং. পিএইচআর০০৩৫০৩৮৩৭৮৭৫- এর অধীনে ১৩-০১-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত বকেয়া (এই পরিমাণের মধ্যে ১৩-০১-২০২৬ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত) খ) ১৩.০১.২০২৬ গ) ১৪.০৮.২০২৬

স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ

বাস্তু জমির সমস্ত অংশের পরিমাপ ৩ (তিন) কাঠা, মৌজা- দখনীকাটা, জে.এল নং ১০৫ (৮৩), তৌজি নং ৯১, পরগনা- পাথরঘাটা, আর.এস. প্লট নং ৫৪, সম্পর্কিত এল.আর প্লট নং ৩৩১- এ নথিবদ্ধ, আর.এস খতিয়ান নং ২/১, এল.আর খতিয়ান নং ১৫৭৪, সাব-ডিভিশন- শিলিগুড়ি, বি.এল অ্যান্ড এল.আর.ও.- মাটিগাড়া শিবমন্দিরে অবস্থিত, থানা- মাটিগাড়া, অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস শিলিগুড়ি-২ বাগডোগরা, জেলা- দার্জিলিং (পশ্চিমবঙ্গ), পিন- ৭৩৪০০৩, রোড জোন- নর্মদা বাগান। আর.ও.আর. বাস্তু, প্রস্তাবিত- বাস্তু। **উক্ত জমির সীমানা নিম্নলিখিত ভাবে রয়েছে: উত্তরে:** ১৫'-০০" ফুট চওড়া পিচের রাস্তা, **দক্ষিণে:** মিঃ তেওয়ারির জমি (মৌজা মণ্ডলাগুড়ি), **পূর্বে:** দীপালি দাস পুরকায়স্তের বাড়ি, **পশ্চিমে:** অশেষ সিং-এর জমি।

ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণের নাম ও ঠিকানা	ক) সংশ্লিষ্ট তারিখে বকেয়ার পরিমাণ খ) দাবির বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
১. **মিসেস রেখা গুপ্ত** স্বামী- প্রভাত গুপ্ত ২. **মিঃ প্রভাত গুপ্ত,** পিতা- লাল পরীক্ষা গুপ্ত, **উভয়ের ঠিকানা:** শান্তি নিবাস, চতুর্থ তল, ফ্ল্যাট নং ডি২ পিছনের দিক, মুকুন্দ দাস রোড, মিলন পল্লী, ওয়ার্ড নং ২৫, পোস্ট এবং থানা শিলিগুড়ি, জেলা দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩৪০০৫	ক) ২৭,৭০,৪৫১.০০ টাকা লোন অ্যাকাউন্ট নং. পিএইচআর০০৩৫০২৯২৪২৮৫-এর অধীনে ১২/০৩/২০২৬ তারিখ পর্যন্ত বকেয়া (এই পরিমাণের মধ্যে ১২/০৩/২০২৬ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত) খ) ১৩.০৩.২০২৬ গ) ১৪.০৮.২০২৬

স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ

তপশীল- "ক"
(যে জমির উপর চারতলা আবাসিক ভবনটি গঠিত তার বিবরণ)

বাস্তু জমির সমস্ত অংশের পরিমাপ ৬ (ছয়) কাঠা ৩ (তিন) ছটাক, আর.এস. প্লট নং ৩৪৯২, আর.এস. খতিয়ান নং ১১৫২- এ নথিবদ্ধ, মৌজা- শিলিগুড়ি, জে.এল নং ১১০(৮৮), পরগনা- বৈকুণ্ঠপুর, যার হোল্ডিং নং ১০০/১৩৬/১১১/৯৩, এস.এম.সি ওয়ার্ড নং "XXV", পুলিশ স্টেশন- শিলিগুড়ি, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস শিলিগুড়ি, জেলা দার্জিলিং।

যে জমির উপর চারতলা আবাসিক ভবনটি গঠিত তার **সীমানায় রয়েছে: উত্তরে:** এস. আগরওয়ালের জমি এবং বাড়ি, **দক্ষিণে:** রমেশ সোমের জমি এবং বাড়ি, **পূর্বে:** দেবী রায় এবং অন্যান্যের জমি এবং বাড়ি, **পশ্চিমে:** ২২ ফুট চওড়া এস.এম.সি রোড।

তপশীল- "খ"
(এখানে বিক্রিত ফ্ল্যাট)

আবাসিক ফ্ল্যাট নং "ডি-২"- এর সমস্ত অংশের পরিমাপ ৮০০ (আট শূন্য শূন্য) বর্গফুট (সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া সহ, টাইলস ফিনিশড, ১১ বছরের পুরোনো, উক্ত ভবনে কোনও লিফট নেই) চারতলা আবাসিক ভবনের চতুর্থ তলে অবস্থিত, একই সঙ্গে কমন আনুপাতিক এরিয়া এবং একই সঙ্গে তপশীল-"ক" তে উল্লিখিত জমির আনুপাতিক অবিভক্ত ভাগ অন্তর্ভুক্ত একই সঙ্গে অন্যান্য অনুরূপ ক্রেতার সঙ্গে করিডোর, সিঁড়ি, প্যাসেজ, পথ, শ্যাফট এবং অন্যান্য সাধারণ ব্যবহারের জন্য অন্যান্য সুবিধাসমূহের সাধারণ ব্যবহারের অধিকারও অন্তর্ভুক্ত। **সম্পত্তিটি মিসেস রেখা গুপ্ত-র নামে রয়েছে।**

ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণের নাম ও ঠিকানা	ক) সংশ্লিষ্ট তারিখে বকেয়ার পরিমাণ খ) দাবির বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
১. **মিঃ তপন কুমার বর্মন** পিতা- অক্ষয় কুমার বর্মন ২. **মিসেস মৌমিতা বর্মন,** স্বামী- তপন কুমার বর্মন **উভয়ের ঠিকানা:** শ্রীমা সরণি, বাবুপাড়া, ওয়ার্ড/ নং ২৬, সেন্ট জোসেফ স্কুলের বিপরীতে, শিলিগুড়ি, জেলা দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩৪০০৫ **এছাড়াও:** ফ্ল্যাট নং ৬, সানি হোম, প্লট নং ৫৭৩, খতিয়ান নং ৬৭৭, জে.এল নং ২, হায়দরপাড়া, হোল্ডিং নং. ২৫৩৩/২৫৩৪, ওয়ার্ড নং ৪০, শিলিগুড়ি, জেলা জলপাইগুড়ি।	ক) ৮,৪২,৫০০.০০ টাকা লোন অ্যাকাউন্ট নং. পিএইচআর০০৩৫০০৫৪৮০২৯- এর অধীনে ১২/০৩/২০২৬ তারিখ পর্যন্ত বকেয়া (এই পরিমাণের মধ্যে ১২/০৩/২০২৬ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত) খ) ১৩.০৩.২০২৬ গ) ১৪.০৮.২০২৬

স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ

তপশীল- "ক"
(যে জমির উপর ফ্ল্যাটটি গঠিত তার বিবরণ)

জমির সমস্ত অংশের পরিমাপ ৫ (পাঁচ) কাঠা ১৪ (চোদ্দ) ছটাক এবং ৩১ (একত্রিশ) বর্গফুট কম বেশি ০.১০ একর সম্পর্কিত প্লট নং ৫৭৩ (আর.এস), আর.এস খতিয়ান নং ৬৭৭, মৌজা- ডাবগ্রাম, শিট নং ৮, জে.এল নং ২, পরগনা- বৈকুণ্ঠপুর, থানা- ভক্তিনগর, জেলা- জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নং ৪০- এর অধীনে গীতলপাড়া, হোল্ডিং নং ২৫৩৩/২৫৩৪। **জমির সীমানা নিম্নলিখিত ভাবে রয়েছে: উত্তরে:** শীলা শর্মার জমি, **দক্ষিণে:** উমা শঙ্কর আগরওয়ালের জমি, **পূর্বে:** ১৫ ফুট চওড়া এস.এম.সি. রোড, **পশ্চিমে:** লক্ষ্মী সিং এবং অশ্বিনী দাসের জমি এবং বাড়ি।

(এখানে বিক্রিত ফ্ল্যাটটির বিবরণ)

আবাসিক ফ্ল্যাটের সমস্ত অংশের পরিমাপ ৭২০ (সাতশো কুড়ি) বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ যার আচ্ছাদিত এরিয়া ৬০০ বর্গফুট যার ফ্ল্যাট নং ৬ "সানি হোমস" নামে পরিচিত তিনতলা ভবনের দ্বিতীয় তলের (পশ্চিম অংশে) অবস্থিত যে জমির উপর গঠিত তার পরিমাপ ৫ কাঠা ১৪ ছটাক এবং ৩১ বর্গফুট অংশত প্লট নং ৫৭৩(আর.এস.), আর.এস. খতিয়ান নং ৬৭৭, মৌজা- ডাবগ্রাম, শিট নং ৮, জে.এল. নং ২, পরগনা- বৈকুণ্ঠপুর, থানা- ভক্তিনগর, জেলা- জলপাইগুড়ির অন্তর্গত, শিলিগুড়ি মিউনিসিপাল কর্পোরেশন ওয়ার্ড নং ৪০-এর অধীনে গীতলপাড়া, হোল্ডিং নং. ২৫৩৩/২৫৩৪ একই সঙ্গে জমিতে আনুপাতিক অবিভক্ত ভাগ এবং ভবনে প্রদত্ত সমস্ত কমন অধিকার ও সুবিধা, কমন খালি জায়গা, প্রবেশ ও প্রস্থানের পথ, ওভারহেড জলের ট্যাঙ্ক একই সঙ্গে উপরে তপশীল-"ক"- তে উল্লেখিত জমির সঙ্গে যুক্ত ভবনের অবিভক্ত এবং অবিভাজ্য জমির আনুপাতিক ভাগ। **সম্পত্তিটি মিঃ তপন কুমার বর্মনের নামে রয়েছে।**

ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণের নাম ও ঠিকানা	ক) সংশ্লিষ্ট তারিখে বকেয়ার পরিমাণ খ) দাবির বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
মিঃ বিবেক জৈন পিতা- বিনোদ কুমার জৈন **উভয়ের বাসস্থান** রিষপ বাজার, মুংপু, দার্জিলিং- ১৩৪১০১ **এছাড়াও** "ওমকারা অ্যাপার্টমেন্ট" দ্বিতীয় তল, ফ্ল্যাট নং 'এ', হিমাচল সরণি, মৌজা- ডাবগ্রাম, ওয়ার্ড নং ৪০, থানা- ভক্তিনগর, জেলা- জলপাইগুড়ি- ৭৩৪০০৬	ক) ৩,৬৬,৪৩৮.০০ টাকা (তিন লক্ষ ছেষট্টি হাজার চারশো আটত্রিশ টাকা মাত্র) লোন অ্যাকাউন্ট নং. পিএইচআর০০৩৫০০৯৬৮৪৪৫-এর অধীনে ১৩.০৫.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত বকেয়া (এই পরিমাণের মধ্যে ১৩.০৫.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত) খ) ১৩.০৫.২০২৪ গ) ১৪.০৮.২০২৬

স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ

তপশীল: (বন্ধকে থাকা সম্পত্তির বিবরণ)

একটি আবাসিক ফ্ল্যাট নং 'এ'- এর সমস্ত অংশের পরিমাপ ১২৫২ বর্গফুট এবং (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ) "ওমকারা অ্যাপার্টমেন্ট" নামক পাঁচতলা ভবনের দ্বিতীয় তলে অবস্থিত এবং গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটি গাড়ি রাখার স্পেস যার পরিমাপ ১১০ বর্গফুট এবং যে জমির উপর ভবনটি গঠিত তার অবিভক্ত আনুপাতিক ভাগ এবং যার প্লট নং ১৭৮/৬৫৬, খতিয়ান নং ৭০১/৩ এবং ৭০১/৬- এ নথিবদ্ধ মৌজা- ডাবগ্রাম, জে.এল নং ২, শিট নং ১২, পরগনা- বৈকুণ্ঠপুর, থানা- ভক্তিনগর, জেলা- জল